মোশাররফ হোসেন খান

ক্রীতদাসের চোখ

ক্রীতদাসের চোখ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের চোখ

মোশাররফ হোসেন খান

সমুদ্র প্রকাশনী ঢাকা

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের চোখ
মোশাররফ হোসেন খান
প্রকাশক
হেলাল আনওয়ার
সমুদ্র প্রকাশনী
১৩/বি দক্ষিণ খিলগাঁও
ঢাকা ১২১৯
প্রথম প্রকাশ
জুন ১৯৯৭
আষাঢ় ১৪০৪
গ্রন্থস্বত্ব
বেবী মোশাররফ
প্রচ্ছদ
শাইখ শাহবাজ
লিপিসজ্জা
দিশারী কম্পিউটার সিস্টেম
১৯০ এলিফ্যান্ট রোড
হাতিরপুল, ঢাকা
দাম
পঁয়ত্রিশ টাকা
■
KRITODASHER CHOKH
A Collection of poems by Mosharraf Hossain Khan
Published by Samudra Prokashoni Dhaka Bangladesh
First Print June 1997 Price Tk. 35.00

www.pathagar.com

তোমার সমীপে দেখ
কবি এক নতজানু আজ
আলিঙ্গনে ডেকে নাও
সর্বব্যাপী হে রাজাধিরাজ

www.pathagar.com

লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ

কবিতা

হৃদয় দিয়ে আগুন
নেচে ওঠা সমুদ্র
আরাধ্য অরণ্যে
বিরল বাতাসের টানে
পাথরে পারদ জ্বলে

অন্যান্য

প্রচ্ছন্ন মানবী
সময় ও সাম্পান
সাহসী মানুষের গল্প
হাজী শরীয়তুল্লাহ
বিপ্লবের ঘোড়া

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের চোখ

কবিতাসূচি

৯ তোমার নামের ঢেউ
১০ পবিত্র আলিঙ্গন
১১ ঘুমুতে যাবার আগে
১২ অনিদ্রায় কেটে গেছে
১৩ মুহাম্মাদ [সা]
১৪ মহাপুরুষের ডাক
১৫ মাস্তুল
১৬ শাদা পাগড়ির শিষ
রাসূলের প্রতি ১৭
স্থবিরতার মুহূর্তে ১৯
তিনি নেমে এলে ২০
জিহাদ ২১
শহীদ ২৩
আরাধ্য কাফন ২৫
জিহ্বার অন্তরালে ২৬
ক্রীতদাসের চোখ ২৮
ইহুদী ৩০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

তোমার নামের ঢেউ

পৃথিবীর সকল গাছ যদি কলম হয় আর যত সমুদ্র আছে তার সাথে যদি আরো সাত সমুদ্র কালি হয় তাহলেও আল্লাহর গুণের কথা লিখে শেষ করা যাবেনা। —সূরা লোকমান

আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজনে তাঁরই কাছে প্রার্থনা করে। প্রত্যেকটি মুহূর্ত তিনি নব মহিমায় বিরাজ করেন। —সূরা আর রাহমান ২৯

তোমাকে দেখিনি। তবু জানি তোমার অস্তিত্ব ভাসে।
যত দূরে যাই কিম্বা যেদিকে ফেরাই দুটি চোখ
সেখানেই আছো তুমি, মিশে আছো ভূলোক-দ্যুলোক।
তোমার নামের জ্যোতি আঁধারেও অবিরাম হাসে।

দিয়েছো অঢেল তুমি হে মালিক! শীতল বাতাস,
বৃক্ষলতা, জমিনের জরিপাড়, ঘাসের বিছানা—
আমাকে দিয়েছো খুলে রহমের দিগন্ত সীমানা।
মাথার ওপরে ছাদ, কারুকাজ-সুনীল আকাশ।

যতটুকু জানি তার চেয়ে তুমি অনেক মহান।
সমুদ্রের তলদেশে, আছো তুমি অনুর শরীরে,
অন্তরীক্ষে, দৃশ্যের অতীতে আর ভিতর বাহিরে।
সর্বত্র তোমার ছায়া, কী বিশাল দীপ্য জ্যোতিষ্মান!
আমার ভিতরে হে অনন্ত! তোমার সহস্র নাম—
ঢেউ তোলে বারবার, গেয়ে ওঠে তোমার কালাম।

www.pathagar.com

পবিত্র আলিঙ্গন

তিনিই [ঐ সত্তা] ছয়দিনে আসমান ও জমিন সৃষ্টি করলেন। তারপর তিনি আরশের ওপর বসলেন। যা কিছু জমিনে ঢুকে আর যা তা থেকে বের হয় এবং যা কিছু আসমান থেকে নাজিল হয়, আর যা সেখানেই উঠে যায় সে সবই তাঁর জানা আছে। তোমরা যেখানেই থাকোনা কেন তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। আর যে কাজই তোমরা কর তা তিনি দেখছেন। আসমান জমিনের বাদশাহীর মালিক তিনি। সব বিষয়ের মীমাংসার জন্য তাঁরই কাছে নেয়া হয়। —সূরা আল হাদীদ ৪-৫

প্রতিফল এবং পূর্ণমাত্রায়, তোমাদের রবের নিকট থেকেই, সেই অত্যন্ত দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি জমিন ও আসমানসমূহের এবং এর মধ্যে অবস্থিত প্রতিটি জিনিসের একমাত্র মালিক, যার সামনে কথা বলার সাহস কারো নেই। —সূরা নাবা ৩৬

এখানে এসেছি কবে। কেটে গেছে অজস্র রজনী।
কতবার কতভাবে ডেকেছি গভীর অনুরাগে।
তোমাকে পাবার প্রত্যাশায় এখনো হৃদয়বাগে
দোলা দেয় বারবার খরস্রোতা রক্তের ধমনি।

ঘুরেছি অনেক দেশ। একে একে করেছি ভ্রমণ—
হাওয়ার স্তর কেটে উর্ধাকাশে-শূন্য তেপান্তর
পৃথিবীর প্রান্তসীমা-অসীমে ছুটেছি অনন্তর।
তোমার প্রেমের নুনে স্বপ্নগুলো করেছি দ্রবণ।

কোথায় বা আর যেতে পারি, বলো প্রভু কত দূরে?
অনন্ত অসীম তুমি। সুবিশাল তোমার পরিধি।
অধমের সাধ্য নেই– ছুঁতে পারে জনম অবধি।
হৃদয়ের কান্না তাই বেজে ওঠে প্রকম্পিত সুরে।
তোমার সমীপে দেখ কবি এক নতজানু আজ
আলিঙ্গনে ডেকে নাও– সর্বব্যাপী হে রাজাধিরাজ।

www.pathagar.com

ঘুমুতে যাবার আগে

তোমরা কি নির্ভয় হয়ে গেছ সেই মহান সত্তা সম্পর্কে, যিনি আকাশে রয়েছেন! তিনি তোমাদেরকে মাটির মধ্যে বিধ্বস্ত করে দেবেন এবং ভূতল সহসা হ্যাচকা টানে টালমাটাল হয়ে কাঁপতে শুরু করবে। —সূরা মূল্‌ক ১৬

ঘুমুতে যাবার আগে আর একবার
তোমাকে ডাকি– হে প্রভু! যেন এই রাত—
তোমার স্মরণে কাটে, যেন শতবার
তোমার দিদার হয় আমার বরাত।

পৃথিবী কলুষময়, পুঁতিগন্ধে ভরা,
রহস্যের ছায়াবৃত্তে উত্তপ্ত নি:শ্বাস।
যদিও চলছে সীমাহীন ধ্বংস খরা
হারিয়ে যায়নি তবু প্রগাঢ় বিশ্বাস।

আকাশের কাছে নেই কোনো ফরিয়াদ।
সাগরকে বলবোনা– পিপাসা মেটাও।
কেবল তোমার কাছে তুলেছি দু'হাত—
বলেছি সকল কথা, অব্যক্ত যেটাও।
তুমিতো মালিক; হে রহীম রহমান !
আমার জীবন হোক আলোক সমান।

www.pathagar.com

অনিদ্রায় কেটে গেছে

আমিই জীবন দান করি ও মৃত্যু দিই। আর আমার দিকেই সবাইকে ঐদিন ফিরে আসতে হবে– যেদিন জমিন ফেটে যাবে এবং মানুষ তার ভেতর থেকে বের হয়ে দৌড়াতে থাকবে। এইভাবে হাশরে [সবাইকে একত্র করা] আমার জন্য খুবই সহজ। —সূরা কাফ ৪৩-৪৪

হে মানুষ! তুমি তীব্র আকর্ষণে নিজের রবের দিকেই যাচ্ছো এবং তাঁর সাথেই সাক্ষাত করবে। —সূরা ইনশিকাক ৬

অনিদ্রায় কেটে গেছে কত শত রাত।
বেদনায় ভিজে যায় বুকের পশম।
প্রার্থনায় তুলে ধরি এই দুটি হাত
এতটুকু পেতে চাই শান্ত উপশম।

আঁধার বিদীর্ণ করে নেমে এসো তুমি।
আমাকে দেখাও আলো, ছুঁয়ে দাও বুক।
তোমার আলোতে যেন হেসে ওঠে ভূমি—
হাসে যেন চারদিক– অনন্তের সুখ।

আমাকে ভাসিয়ে দিলে অকূল পাথার
কীভাবে উঠবো কূলে উজানেতে ভেসে ?
আমিতো জানিনা প্রভু সঠিক সাঁতার!
কোথায় বা যাবো বলো, কোন নিরুদ্দেশে ?
আমার প্রেমেতে নেই এতটুকু খাঁদ,
তুমি ছাড়া এই মুখে সকলি বিস্বাদ।

www.pathagar.com

মুহাম্মাদ [সা]

হে নবী! তাদের বল : আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী আসে যাতে বলা হয়েছে তোমাদের ইলাহ মাত্র একজন। অতএব তোমরা সোজা তাঁরমুখী হও। তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। —সূরা হামীমুস সাজদাহ

কেউ যেন ডেকে বলে শব্দহীন রাতের গভীরে :
'জেগে আছো ? শোনো, বাইরে ভীষণ ঝড়, অনি:শেষ
সময়ের কার্নিশে ঝুলে আছে আঁধার অশেষ
কীভাবে ঘুমাও তুমি শঙ্কাহীনে উত্তপ্ত তিমিরে' ?

মেঘের গম্বুজ ফেটে নেমে আসে আলোর মিছিল।
আকাশ নীলিমা আর পৃথিবীর সবুজ উঠোন
শিহরিত তাঁর স্বরে। পাহাড় সমুদ্র উপবন
একে একে খুলে দেয় দীপ্তিমান জোছনার খিল।

মুহাম্মাদ! ঐ নামটি মিশে আছে আমার হৃদয়ে—
জানুক প্রকৃতি আর জানুক সকলে। তাঁর নামে
সর্বক্ষণ ফেরাই সালাম আমার ডানে ও বামে।
অনুভবে ভেসে যায় প্রেম এক প্রশান্ত নিলয়ে।
শোনো, আমার প্রেমের পরখ করতে চাও যদি
তবে দেখো, খোলা আছে হৃদপিণ্ড– প্রেমভরা নদী।

www.pathagar.com

মহাপুরুষের ডাক

বল : ওহে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যেই আল্লাহর জন্য আসমান ও পৃথিবীর রাজত্ব, যিনি ব্যতীত আর কোনো ইলাহ নেই, যিনি জীবন দেন ও মৃত্যু দেন। অতএব ঈমান আন আল্লাহর প্রতি, তাঁর উম্মি নবীর প্রতি, যে আল্লাহ ও তাঁর নির্দেশাবলীর প্রতি ঈমান রাখে। তোমরা তাঁর আনুগত্য কর যাতে সঠিক পথের দিশা পেতে পার। —সূরা আল আ'রাফ।

খুরমা বীথিকা দিয়ে বয়ে যায় ঝির ঝির ধারা
জয়তুনের সুগন্ধি মেখে ক্লান্ত মরুর কাফেলা —
লোহিত সাগরে ফেলে যায় তারা ক্রুদ্ধ অভিশাপ
নিরুত্তাপ পৃথিবীতে আবারো এলো কি দীপ্ত তাপ?

হেজাজের রমণীরা চেয়ে দেখে ধূলিময় পথ
কে যেন যায় ঐ, ডাকে যেন কারা পথের মানুষ!
নক্ষত্রপাখিরা ওড়ে, উড়ে যায় দূর নীহারিকা
শয়তানের আত্মারা খুঁটে খায় গুগলি শামুক।

গ্রহের তাঁবুতে যারা মুখ ঢেকে কাটায় প্রহর
তারাও শুনেছে সেই কবে মহাপুরুষের ডাক
জেগেছে দীপালোকের পথঘাট আদিম শহর
বন্দরে এসেছে কারা দেখ, ভিড়েছে সূর্যবহর।
খুরমা বীথিকা দিয়ে বয়ে যায় ঝিরঝির ধারা
কে যায় কে যায়? প্রদীপ হাতে কে যায় ওগো, কারা!

www.pathagar.com

মাস্তুল

[হে রাসূল!] আমি তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি।
—সূরা সাবা

জেগে ওঠে মানুষের জ্যোতির্ময়ী কালো দুটি চোখ
জেগে ওঠে দ্বীপপুঞ্জ। সহসা আগুন নিভে যায়।
এভাবে যখন ভেসে যায় শূন্যে অনন্ত আলোক—

নেচে ওঠে কারুময় শব্দরাজি সফেদ সংজ্ঞায়।
দগদগে ক্ষতপুঁজ যা ছিল লজ্জার তন্ত্রীমূলে
যা ছিল ত্বকের ভাঁজে- রক্ত শিরা জানু ও শংকায়—

তা সব বাতাসে ভাসমান। আর আঁধার সমূলে
পাক খায় বানভাসি স্রোতে। ঐতো আদমের ঠোঁটে
হাঁটে যেন কারা! ওগো কারা হাঁটো সুস্থির মাস্তুলে ?

সবাই এসেছে। অধম করেছে দেরি- তাই ছোটে
দুরন্ত অশ্বজোয়ান। কোনদিকে গন্তব্য আমার ?
কোন পথে যাবো ? ধূলায় আকীর্ণ চোখ, তবু বলো—

পথের সীমানা। চেয়ে দেখ এই হৃদয় খামার
বিবর্ণ হয়েছে কত ! বেদনায় বাজে ছলো ছলো
সোমত্ত ভরাট নদী। ডুবে যায় দেহের আমূল !

আরতো পারিনে প্রিয়ে, বলো তবে কোথায় মাস্তুল ?

www.pathagar.com

শাদা পাগড়ির শিষ

তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকে এক রাসূল; তোমাদের যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী, মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল ও দয়াশীল। —সূরা আত্ তাওবা ১৮

আপনি জানেন, কতোটা উত্তপ্ত এখন আনগ্ন পৃথিবী
ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, গহীন গহ্বরে
পৃথিবীর সামনে এখন আর অবশিষ্ট নেই—
আশা স্বপ্ন অথবা পবিত্রতার কলস্বরা ভূমি

পূত ঝর্ণাবাহী দ্বীপ কোথায় পেছনে ফেলে
ভুল করে ছুটেছি বন্ধুর গিরিপথে
পিপাসার পানি নেই
ছায়াদার বৃক্ষ নেই
অগ্নিদগ্ধ ঠা ঠা রোদের ভিতর
ছুটে ছুটে ক্লান্ত এখন, ভীষণ ক্লান্ত

সামনেই যুদ্ধ, ধ্বংসের এক উল্লম্ফ ঢেউ
মাথার ওপরে শাঁ শাঁ দাঁতালো প্রবাহ
বয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত আতঙ্কের নদী
চারপাশে ক্রুদ্ধ ভয়ানক আগ্নেয়গিরি, দুর্ভেদ্য পর্বত
কোনদিকে যেতে পারি বলে দিন হযরত

বিশ্বাসের পাড় ভেঙ্গে দু'কূল প্লাবিত, থই থই বিষ
দুর্বিষহ এই অশান্ত সময়ে
পৃথিবী সম্পূর্ণ বিনাশের আগে
পুনর্বার উঁচিয়ে ধরুন আপনার
দর্বিনীত শাদা পাগড়ির সহনীয় শিষ

www.pathagar.com

রাসূলের প্রতি

তোমরা কি এমন লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে না, যারা নিজেদের অঙ্গীকার ভংগ করতেই থাকে এবং যারা রাসূলকে [সা] দেশ থেকে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছিল, আর বাড়াবাড়ির সূচনা তারাই করেছিল ? তোমরা মুমিন হলে আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত। তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদেরকে শাস্তি দান করবেন এবং তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করবেন, আর তাদের বিরুদ্ধে তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন। —সূরা আত্ তাওবা ১৩-১৪

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
পৃথিবীর মানচিত্র এখন দুমড়ে মুচড়ে চারভাঁজ

ফিলিস্তিনীরা নিজগৃহে পরবাসী
রোহিঙ্গারা উদ্বাস্তু, দিশেহারা
সোমালিয়া আতংকে কম্পমান
মিশরেও আগুনের লেলিহান
ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর এখন দস্যুর দখলে

আর বসনিয়া !
হায় বসনিয়া—
বন্দী শিবিরে ধর্ষিতা বোনের চিৎকার
শিশুর ক্রন্দন
সন্তানহারা মায়ের আর্তনাদ
পরিত্যক্ত লাশের ওপর শকুনের উৎসব

পৃথিবীর চারপাশে ধ্বংসের ঘন্টাধ্বনি
পায়ের নিচে দাবদাহ, সর্পিল প্রশ্বাস

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
তোমার অসহায় উম্মাতের আর্তি শোনো—
একবার, অন্তত একবার প্রভুর কাছে ফরিয়াদ জানাও :
হে প্রভু, অগ্নিময় পৃথিবীকে প্রশান্ত করে দাও
প্রতিটি জনপদকে করো শংকাহীন, নিরাপদ

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
উপদ্রুত উপকূলে তোমার সান্ত্বনার উচ্চারণ শুনতে চাই
তুমি বলো—

www.pathagar.com

হে অগ্নিময় পৃথিবী প্রশান্ত হও
দেখ, রহস্যের আস্তরণ ভেদ করে
মেঘের গম্বুজ ফুঁড়ে নেমে আসছে ইমাম মেহেদী
বলো– বিধ্বস্ত সময়ের তরঙ্গ ভেঙ্গে
চৌঠা আসমান থেকে নেমে আসছে হযরত ঈসা
তোমরা অপেক্ষা করো—
অপেক্ষা করো নির্যাতিত হে আমার প্রিয়তম উম্মাত

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
সংকুল পৃথিবীতে দাউদাউ আগুনের ভেতর বসেও আমরা
তোমার প্রার্থনার অপেক্ষায় আছি

তুমি প্রার্থনা করো
আর পৃথিবীকে বাসযোগ্য করার জন্য
অলৌকিক পাথর ভেদ করে খুলে দাও
সাহসের অজস্র ঝরণা
যেন প্রতিটি মুমিনের প্রচণ্ড করাঘাতে খুলে যায়
একেকটি মহাদেশের দুর্ভেদ্য দুর্গ
একেকজন মুমিন যেন হয়ে যায় একেকটি ওহুদ পর্বত
হে রাসূল, আমরা পেতে চাই আর একটি বদর

হে রাসূল, প্রিয়তম রাসূল
একটি বদরের জন্য
একটি চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য
একজন মেহেদী এবং ঈসার জন্য
কতকাল! আর কতকাল আমরা অপেক্ষা করবো

হে রাহমাতুল্লিল আলামিন

www.pathagar.com

স্থবিরতার মুহূর্তে

হে নবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, আল্লাহর নির্দেশ সাপেক্ষে তাঁর দিকে আহবানকারীরূপে এবং উজ্জ্বল প্রদীপরূপে। —সূরা আল আহযাব ৪৫-৪৬

একটি অসম্ভব ভারি পাথর তখনো চেপে বসেছিল মাথার ওপর।
আর কোনো পথও অবশিষ্ট ছিলনা আমার সম্মুখে।
এমনি এক স্থবিরতার মুহূর্তে কে যেন অভয় দিয়ে বললো :
'উর্ধে তাকাও'।
আমি উর্ধে তাকালাম এবং দেখলাম
বাতাসের প্রবল ঘূর্ণিতে উড়তে উড়তে কালো পাথর খণ্ডটি
এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল শূন্যের গভীরে।
তারপর সূর্য উঠলো।
এবং তারপর সম্পূর্ণ ভারমুক্ত হলাম।

গভীর রাত। একাকী দাঁড়িয়ে আছি বিশৃঙ্খল পৃথিবীতে।
জানিনা কোথায় যাবো !
আকাশের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে বললাম :
'আমাকে তোমার কাছে ডেকে নাও'।
রহস্যের আস্তরণ ভেদ করে আমাকে বললো :
'তার আর দরকার নেই'।
'কে তুমি' ?
জিজ্ঞেস করতেই প্রশান্ত বাতাসের সাথে ভেসে এলো
একটি শীতল জবাব :
'আমি মুহাম্মাদ'।

মুহাম্মাদ !
তাঁর নামটি উচ্চারণ করতেই স্থবিরতার সকল আচ্ছাদন ছিঁড়ে
আমার পাঁজর ভেদ করে হু হু শব্দে প্রবেশ করলো
সাতটি মহাদেশ আর পাঁচটি মহাসাগর।

www.pathagar.com

তিনি নেমে এলে

হে রাসূল! আমি আপনাকে সুস্পষ্ট বিজয় দান করেছি যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পরের গুনাহ মাফ করেন। আপনার ওপর তাঁর নেয়ামত পূর্ণ করে দেন, আপনাকে সরল সঠিক পথ দেখান এবং আপনাকে বলিষ্ঠ বা অতুলনীয় সাহায্য দান করেন। —সূরা আল ফাত্হ ১-৩

মেঘের কুয়াশা ছিঁড়ে
রহস্যের আস্তরণ ভেদ করে
তিনি এলেন। তিনি এলেন
আঁধার দুভাগ করে অলৌকিক সিঁড়ি বেয়ে।

তিনি নেমে এলে
পৃথিবীর বুকে হেঁটে যায় আলোক প্রসূন।

তাঁর আগমনে সাগরও গেয়ে ওঠে আল্লার কালাম।
থেমে যায় দাবদাহ, গ্লানির সন্তাপ।
জোয়ার যৌবনে দুলে ওঠে নীলাভ সাগর।
ফেরেশতারা নবীর নামে পাঠায় সালাম।

তিনি নেমে এলে
আকাশ ও পৃথিবীর দূরত্ব বিলীন করে
হেসে ওঠে সূর্য নক্ষত্র এবং মায়াবী হুদহুদ।

মুহাম্মাদ!
অসীম সাগর যেন তাঁর নামে একফোঁটা বুদ্‌বুদ্।

www.pathagar.com

জিহাদ

লোকেরা কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমি পূর্বে অতিক্রান্ত লোকদেরকেও পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে তো দেখতে হবে [ঈমানের দাবীতে] কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী। —সূরা আনকাবুত

হে নবী, কাফের ও মুনাফিক উভয়ের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তিতে জিহাদ কর এবং তাদের সম্পর্কে কঠোর নীতি অবলম্বন কর। —আত্ তাওবা ৭৩

ঠিক এই মুহূর্তে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হলো
ভূমিষ্ঠ হলো একটি শিশু
বারুদের তলপেট ভেদ করে
কামানের উৎক্ষিপ্ত ধোঁয়ার ভেতর

শিশুটি বেড়ে উঠছে
বিস্তারিত হচ্ছে আকাশের ব্যাপ্তি নিয়ে
বুকে তার সহস্র আগ্নেয়গিরি
চোখের ভেতর প্রজ্জ্বলিতলাভা, প্রতিশোধের লেলিহান
তার প্রশ্বাসে দুলে ওঠে সাতটি জাহান্নাম

ভূগোলের মানচিত্র ছিঁড়ে ছুটে যাচ্ছে সে
ছুটে যাচ্ছে ইহুদীর পাঁজর গুঁড়িয়ে
খৃস্টানের মস্তক মাড়িয়ে
কাফেরের ব্যূহ ভেদ করে
ছুটে যাচ্ছে বিদ্যুৎসওয়ারী আগুনের ঘোড়া

ক্রোধের সমুদ্র পান করে সে এখন
ক্রোয়েশিয়ার পাদদেশে
বসনিয়ার উদ্বাস্তু জনপদে
সে এখন গাজা উপত্যকায়
ইসরাইলের সমর ক্ষেত্রে
আফগান সীমান্তে
ভারত এবং কাশ্মিরে দস্যুর মুখোমুখি
তার নি:শ্বাসে কাফের বিধ্বংসী সহস্র মিসাইল

www.pathagar.com

ভূগোলের মানচিত্র ছিঁড়ে
রক্তের তরঙ্গ পেরিয়ে
পর্বত এবং সমুদ্র মাড়িয়ে
ছুটে যাচ্ছে বারুদস্ফুলিঙ্গ, আগুনের ঘোড়া

সাধ্য কি রুখতে পারে তাবৎ কাফের
দুরন্ত অশ্বারোহীর দুর্বার যাত্রা

হে রাসূল দেখ—
বারুদ থেকে উৎক্ষিপ্ত
তোমার উম্মাতের সর্বশেষ শিশুটিও এখন
শত্রুর সম্মুখে জ্বলন্ত লাভা, অনড় পর্বত
তোমার প্রতিটি যুবকই এখন
কাফেরের জন্য অভ্রান্ত কামান

এবং দেখ—
আমাদের মায়েরা কোমল শিশুর পরিবর্তে
প্রসব করছে এখন একেকটি লক্ষ্যভেদী এটোম

পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র নাম—
জিহাদ।

www.pathagar.com

শহীদ

ঈমান আনার কারণে যারা নির্যাতিত হয়েছে, ঘরবাড়ি ছেড়েছে, হিজরত করেছে, আল্লাহর পথে কঠোর কষ্ট স্বীকার করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে তাদের জন্য তোমার রব অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অসীম দয়াবান। —সূরা আন্ নাহল

আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলোনা। প্রকৃতপক্ষে তারা জীবিত। —আল বাকারা ১৫৪

যাদের হৃৎপিণ্ড ঝাঁঝরা করেছো
কিংবা মস্তক কেটে দ্বিখণ্ডিত করেছো
চেয়ে দেখ, তারা সবাই নক্ষত্র হয়ে গেছে।

খণ্ডিত মস্তকগুলো বাতাসের সিঁড়ি বেয়ে
নেমে আসে পৃথিবীতে।
খণ্ডিত মস্তক থেকে উৎসারিত হয় ভোরের সূর্য
এবং সূর্যের উত্তাপে পুনরায় জমাটবদ্ধ হয় খণ্ডিত দেহ।

আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়।
ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরেনা কখনো।

চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের ঘুমের দরোজায় অনড় পর্বত।

ঐ হিংস্র চোখে তোমরা আর ঘুমুতে পারবেনা কখনো।
ঐ পাষণ্ড হৃদয়ে আর কখনো দেখবেনা সবুজ স্বপ্ন।
আর কখনো পাবেনা তোমরা প্রশান্তির আরাম।

তোমাদের অনুভবে, ভাতের থালায়, দৃষ্টির সীমানায়,
ঘুমের বিছানায় শহীদের অগ্নিময় প্রশ্বাস।
ইলেকট্রিক করাতের মতো তারা এখন তোমাদের মাথার ওপর।
এবং চেয়ে দেখ, প্রতিটি শহীদই এখন
তোমাদের মুখোমুখি প্রজ্জ্বলিত লাভা।

তোমাদের পাঁজর ভেদ করে ঢুকে গেছে যে দুর্ধর্ষ বাতাস
সেই বাতাসের সাথে মিশে আছে

www.pathagar.com

শহীদের ঘৃণার থুথু, দর্পিত প্রশ্বাস
তোমাদের হলকুমের ওপর একটিই মাত্র অস্তিত্ব—
সেটা হলো শহীদের অকম্পিত পা।

আবদুল মালেক, আবদুল হালিম, রহমত, আমান
কোনো মৃত মানুষের নাম নয়।
ওরা শহীদ।
এবং শহীদেরা মরেনা কখনো।

কাদেরকে পরাজিত করবে ?
দেখ, পৃথিবীর প্রতিটি বিশ্বাসী মানুষের এখন
একটিই মাত্র প্রার্থনা— শহীদ।
শহীদ হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো প্রার্থনা নেই।
এবং দেখ
সমুদ্রের বুকে যে দুর্বিনীত ঢেউয়ের গম্বুজ
ওটা ঢেউ নয়, শহীদের অন্তিম ক্রোধ।

কাদেরকে পরাজিত করবে ?
রক্তের তরঙ্গের ওপরেও বেঁচে থাকে
শহীদের যৌবনদীপ্ত প্রাণ।
শহীদেরা মরেনা কখনো।

www.pathagar.com

হৃদয়ের উষ্ণতার কাছে শীতার্ত আবহাওয়া বরাবরই পরাজিত

এজন্যে দু:সাহসী মুহাম্মাদ [সা] বরফগলা রাত্রিতেও হেঁটেছিলেন
নি:সঙ্গ একা বন্ধুর গিরিপথ বেয়ে
আমরা তাঁর কাছেই সবক নিতে পারি নির্ভয়ে পথচলার

ইদানিং কেউ কেউ সঙ্গীর আবশ্যকতা তুলে হাত রাখেন
কাল মার্কসের ঘাড়ে, কেউ কেউ হেগেল এবং মাও-এর মাথায়
মুসলমান হিসেবে বায়েত গ্রহণ করা অবশ্যই প্রয়োজন ভেবে
অনেকে পীরের পাগড়ি ধরে আত্মসমর্পণ করেন
আবার আরেক গোষ্ঠী পীরের আদৌ কেয়ার না করে
মসজিদে ধ্যানমগ্ন
বস্তুত এরা কেউ ওমরের ধারালো তরবারিতে বিশ্বাসী নন
এমনকি ইসলামের জন্যে যুদ্ধ ও রক্তদান– এদের কাছে
কুইনাইনের মতো অপছন্দ এবং শরীয়ত বিরোধী

সাফ কথা বলতে আমি জিহাদে বিশ্বাসী
ধরেই নিয়েছি, খন্দকের মতো মরিচা খুঁড়ে যুদ্ধের কলা কৌশল
রপ্ত করতে হবে এবং বহমান রক্তসাগর থেকে
মৃত লাশ সরিয়ে পবিত্র আবাসটুকু রক্ষা করতে হবে

এই বিশ্বাসে যারা বিশ্বাসী তারা ঈমানের সবর তাজল্যিতে
বুঁদ হয়ে হেরেমের অভ্যন্তরে বেহেশত খোঁজেন না
বরং সাহস এবং বলিষ্ঠ বাহুর জন্যে প্রভুর দরবারে প্রার্থনা করেন
তাছাড়া রণবিদ্যায় অধিক কুশলী হবার জন্যে
ওমরের উগ্রতা হামযার দৃঢ়তা খালিদের যুদ্ধ নিপুণতা এবং
মুহাম্মাদের [সা] সৈনিক জীবন থেকে অস্ত্র চালানোর
কলা কৌশল করায়ত্ত করেন

সঙ্গত কারণে আমারও মনে হয়
গভীর ধ্যানের চেয়েও আজ বেশী প্রয়োজন যুদ্ধের জন্যে
প্রস্তুতি নেবার এবং প্রতিরাতে তাহাজ্জুদ সালাত শেষে
সম্পদ কিংবা সহি সালামতের জন্যে প্রার্থনা না করে মোনাজাত করা :
প্রভু!
কাল প্রভাতেই যেন আমার ছেলেকে শহীদি রক্তে হেসে উঠতে দেখি
এবং কোমল কাফনে ঢেকে তাকে যেন পৌঁছে দিতে পারি
জান্নাতের দ্বারপ্রান্তে

www.pathagar.com

জিহ্বার অন্তরালে

হে রব! আমাকে যেখানেই প্রবেশ করুন সত্য সহকারে করুন, যেখান থেকে বের করুন সত্য সহকারে করুন, আর আপনার নিকট থেকে একটি আশ্রয়শক্তি আমার জন্য বানিয়ে দিন। —সূরা বনী ইসরাইল
মজবুত ঈমানদারদের জন্য পৃথিবীতে বহু নিদর্শন রয়েছে। আর তোমাদের নিজেদের সত্তার মধ্যেও [নিদর্শন রয়েছে]। তোমরা কি বুঝতে পারনা? —সূরা আয্ যারিয়াত ২০-২১

কি কথা ছিল ওখানে, জিহ্বার অন্তরালে

বিষাদের মেঘ থেকে ঝরে পড়ে বৃষ্টি
লম্বমান বৃষ্টি যেন জিরাফের গলা
পর্বত ডিঙ্গিয়ে ছুঁয়ে যায় বিষাদের ঢেউ
কি কথা ছিল ওখানে, বাষ্পের গহীনে
কি কথা ছিল জলীয় বুদবুদে, অন্তরীক্ষে
ভাষাহীন জিহ্বার অন্তরালে
কি কথা ছিল

জিহ্বার অন্তরালে হেঁটে যায় এ কোন স্বপ্নের মাছ
হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত বুঝি নি:সঙ্গ প্রচ্ছায়া
ছায়ার কঙ্কালব্যাপী অন্য এক যাযাবর ছায়া
রোদনে রোদনে লম্বমান শোকের সড়ক
কি কথা ছিল ওখানে, শোকের সড়কে
কি কথা ছিল
পৃথিবীর পূর্বে– ভূমিষ্ঠ হয়নি যখন
সূর্য নক্ষত্র মানব কিম্বা কালের স্বজাতি

এই এক মহা জিজ্ঞাসার বৃষ্টি ঝরে অবিরত
লম্বমান বৃষ্টি যেন জিরাফের গলা
প্রশ্বাসে প্রশ্বাসে দুলে ওঠে সমুদ্র বাতাস
কালের গতির পিঠে এ কোন সহিস
সময়ের ঢেউ ভেঙ্গে ছুটে চলে রহস্যের তেপান্তর

কে যায় কোথায় যায়
কষ্টের তরঙ্গ ফুঁড়ে
কে যায় পৃথিবী ছেড়ে মহা পৃথিবীর দিকে

www.pathagar.com

কে যায় কোথায় যায়
মহাকাল পার হয়ে রহস্যের দিকে
কার অস্তিত্বের ঘন্টা বাজে এক দুই তিন
ঘন্টা বাজে অদৃশ্যে, অনন্তে– জিহ্বার অন্তরালে

মহাসমুদ্রের বুকে পড়ে কার ছায়া
এ কোন নি:সঙ্গ ব্রাজক
কালের তরঙ্গ ভেঙ্গে ছুটে যায় ক্রমাগত
ছুটে যায় ধূসর– ধূসর থেকে অনি:শেষ জীবনের দিকে

কার অস্তিত্ব ছিল অদৃশ্যে, ছায়াপথে, শূন্যের গভীরে
সেকি আমি– মহা পৃথিবীর জ্যোতি
নাকি অন্য কোনো গ্রহের দ্যুতি

কি কথা ছিল অদৃশ্যে মানুষের জন্যে
হে অনন্ত
কি কথা ছিল ওখানে, জিহ্বার অন্তরালে

www.pathagar.com

ক্রীতদাসের চোখ

আল্লাহ আসমানের সৃষ্টিকর্তা, পৃথিবীরও। তিনি সুবিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী। অতীব মহান ও শ্রেষ্ঠ তিনি—যাঁর মুঠোতে আসমান পৃথিবী এবং এই দুই-এর মধ্যবর্তী সবকিছুর কর্তৃত্ব। —সূরা আয্ যুখরুফ
আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের হৃদয়-মন এবং তাদের মাল-সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। —সূরা আত্ তাওবা ১১১

টিভির পর্দায় ভেসে ওঠা 'রুটসের' ক্রীতদাস।
ওদের শরীরে দগদগে ক্ষতের স্মারক।
কী ভয়ংকর, কী বীভৎস অসহায় করুণ চাহনি।

হতভাগ্য ক্রীতদাস!

হোকনা সে আফ্রিকান কিংবা অন্য যে কোনো দেশের
তবুও ওরা মানুষ। মানুষ এবং আদমের উত্তরাধিকার
ওরা আমার ভাই।
কেনোনা সমগ্র পৃথিবীতে আমার নিজস্ব অধিবাস
অস্তিত্বের বাস্তুভিটা।

হতভাগ্য ক্রীতদাস!

ক্রীতদাসের কাতারে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে
দাঁড়িয়ে আছে তরুণ— আর এক বিদ্রোহী যুবক।
চোখে তার ক্রোধের বারুদ।
যুবক তো নয় যেন আগুনের লেলিহান!
যুবক ছুটছে প্রহরীর ব্যূহ ভেদ করে
সে ছুটছে ক্রীতদাসের-শৃংখল ভেঙ্গে জীবনের প্রত্যাশায়।

ঐ যুবক যেন প্রাণাধিক আনোয়ার।
ঐ যুবক যেন টগবগে শওকত।
ঐ স্ফুলিঙ্গ যেন স্বাধীন সিরাজ।

কী করে ভুলবো বলো তোমাদের নাম ?
মানুষ কি হতে পারে মানুষের দাস ?
দাস নয়। দেখ—প্রতিবাদী কণ্ঠগুলো মেঘের গম্বুজ ফুঁড়ে
ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে উঠে গেছে সীমাহীন সীমানায়।

www.pathagar.com

আমাদের হাতগুলো আজ কঠিন প্রস্তর।
ঐ বিক্ষুব্ধ চোখগুলো দুর্ধর্ষ এটোম।

আনোয়ার অর্থ এখন একটি প্রজ্জ্বলিত লাভার প্রপাত।
শওকত—একটি দুর্ভেদ্য পর্বতের নাম।
সিরাজ—একটি ক্রুদ্ধ সমুদ্রের ডাক।
এবং আমরা এখন একটি অমীমাংসিত যুদ্ধের টিলায়
সম্মিলিত উল্কাপিণ্ড, নক্ষত্রের ঘোড়া।
চেয়ে দেখ, আমাদের দুর্বিনীত মস্তকের চূড়া স্পর্শ করে গেছে
ভোরের সাহসী সূর্য।
ঐ মস্তকগুলো আর পরাজিত হবেনা কখনো।

আমাদের হাতগুলো আজ কঠিন প্রস্তর।
ঐ বিক্ষুব্ধ চোখগুলো দুর্ধর্ষ এটোম।

কী আশ্চর্য !
মানুষ কি হতে পারে মানুষের দাস ?
দাসের শৃংখল ভাঙ্গার জন্যই তো আমরা—
আমাদের শাণিত সংগ্রাম।

www.pathagar.com

ইহুদী

তাদের অন্তর আছে কিন্তু চিন্তাভাবনা করেনা। তাদের চোখ আছে কিন্তু তাকিয়ে দেখেনা। তাদের কান আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা জন্তু-জানোয়ারের মতো বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। —সূরা আল আ'রাফ

হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা, তারা নিজেরা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে তাহলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। —সূরা মায়েদা ৫১

ইহুদী !
যে বুলেট নিক্ষেপ করেছো মুসলমানের বুক তাক করে
চেয়ে দেখ, সে বুলেট ফিরে গিয়ে বিঁধে যাচ্ছে
তোমাদের পাপিষ্ঠ পাঁজরে।
তোমরা জানোনা, কাদের বুক নিশানা করে বুলেট ছুড়েছো !

হেবরন কোনো ইহুদীর সম্পদ নয়।
হেবরন কিংবা ফিলিস্তিন বিশ্বের সকল মুসলমানের।
তোমাদের এমন কী শক্তি আছে, যাতে ধ্বংস করে দিতে পারো
মুসলমানের বিশ্বাসের ঘর ?
কেউ বিশ্বাসকে হত্যা করতে পারেনা কখনো।

ইহুদীরা এখন আর কোনো মানুষকেই সহ্য করতে পারেনা।
না কোনো স্বাধীন মানচিত্রকে।
যেমন সহ্য করতে পারেনা উঁইপোকা আলোর উত্তাপ।

ইহুদীকে দেখ,
তাদের শরীর থেকে মানবীয় আচ্ছাদন খসে গিয়ে
কুষ্ঠরোগীর মতো স্পষ্ট হয়ে গেছে তাদের হিংস্রতার
দগদগে ক্ষত।
'মানুষ' নামক শব্দটিও এখন ইহুদীর বিপরীত।

যারা পৃথিবীর প্রতিটি প্রশান্তির দরোজায়
ক্ষুধার্ত কুকুরের মতো
রক্তের নীল নকশা নিয়ে ওঁৎ পেতে থাকে
তাদেরকে কোন নামে ডাকবো ?

www.pathagar.com

না, ইহুদীর জন্যে আর কোন শোভন শব্দ নেই
সভ্য অভিধানে।

তবে কি পশম ওঠা একপাল বন্য শূকরের নাম ইহুদী ?
যারা বিষ্ঠার ভেতর মুখ লুকিয়ে
বিশ্বের মানচিত্রে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত?

ইহুদী !
ইহুদী মানেই যেন প্রতিহিংসাপরায়ণ
পশম ওঠা একপাল হিংস্র বন্য শূকর,

বেহুঁশ বেঈমান।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

KRITODASHER CHOKH
Mosharraf Hossain Khan